গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২৩ - ৩০ জুন, ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: রূপকল্প,অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	৬
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	৭
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৯
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১৩
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	১৪
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসেরসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১৫
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৬
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৮
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৯
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	২০
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২২	২১

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি সংস্থা। নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জন উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পণ করে ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে এর সাথে যুক্ত করা হ স্যানিটেশন সেবা প্রদানের দায়িত্ব। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে সরকার প্রথমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত পানি সরবরাহ ও স্যানি পদ্ধতিগুলো পুর্নবাসনে গুরুত্ব আরোপ এবং তৎপরবর্তীতে নতুন অবকাঠামো স্থাপন শুরু করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ডিপিএইচ মাধ্যমে ময়মনসিংহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নতকরনে সরকারের নির্দেশে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিক বরাদ্দ অনুযায়ী ময়মনসিংহ জেলার পল্লী ও শহর অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনকরে জন প্রকৌশল, ময়মনসিংহের জনগনকে সেবা প্রদান করে চলেছে। তাছাড়া প্রায় প্রতি বছরই বন্যা ও বিভিন্ন দুর্যোগ মুহূর্তে প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে দুর্গতদের দুর্দশা লাঘবে এই বিভাগ কাজ করে। বিগত ৩ বছরে ময়মনসিংহ জেলার পল্লী অঞ্চলে ১৫২১ টি বিভিন্ন প্রযুক্তির উৎস স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সময়ে ময়মনসিংহ পৌরসভা ও অন্যান্য উপজেলায় ৪৫ টি উৎপাদক নলকুপ, ১৬৯ কিমি ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন পাইপ লাইন, উচ্চ জলাধার ২টি,কমিউনিটি ল্যাট্রিন ১৭০ টি, পাবলিক টয়লেট ৫০টি এবং সল্প মুল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সে নির্মাণ ও সরবরাহ ৪৫০৪ টি।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

ময়মনসিংহ জেলা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হল অর্জিত অগ্রগতির স্থায়ীকরণ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিকরণ। এ চ্যালেঞ্জ উত্তরণের জন্য প্রয়োজন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতকে পৃথক সেক্টর হিসেবে স্বীকৃতি ওবিশেষ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক বাজেট বরাদ্দকরন। সামগ্রিক কাজের মনিটরিং ও মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন সর্বজনীন কভারেজসংজ্ঞায়িতকরণতথ্যসংগ্রহওসংরক্ষন।পানিসরবরাহওস্যানিটেশনব্যবস্থারসঠিকব্যবহারনিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়/স হল এইখাতেঅপ্রতুলবাজেটবরাদ্দ, জনবলের সমস্যা। যে কোন পানির উৎসটি সমস্যা হলে তা কেয়ারটেকার কর্তৃক সমাধান না করা এ অফিসকে না জানানো , পরবর্তীতে স্থায়ী অকেজো হয়ে পড়া।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

ময়মনসিংহ জেলায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু ভবিষ্যৎপরিকল্পনা যেমন:প্রতি ৫০ জনেরজন্যএকটিপানিরউৎসস্থাপন, ভূ-পৃষ্ঠস্থপানিরযথাযথব্যবহারএবংসংরক্ষন,পুকুরখননেরমাধ্যমেভূ-পৃষ্ঠেরপানিব্যবহারবৃদ্ধিকরণ, জেলার প্রতিটিইউনিয়েনে গ্রামীন পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম চালু করন। পৌরসভায় সারফেস ওয়াটার প্লান্ট চালু করণ। স্বাস্থ্য সম্মত উন্নত মানের ল্যাট্রিনের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদসুপেয়পানিসরবরাহেরকভারেজশতভাগেউন্নীতক

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সম্ভাব্যপ্রধান অর্জনসমূহ:

- পল্লী এলাকায় বিভিন্ন ধরণের পানির উৎস স্থাপন - ৪০০০ টি
- পল্লী ও পৌর এলাকায় পাইপলাইন স্থাপন - ১০.০০ কি:মি:
- পল্লী ও পৌর এলাকায় কমিউনিটি টয়লেট স্থাপন মেরামত -৪২টি
- পল্লী ও পৌর এলাকায় পাবলিক টয়লেট স্থাপন ও মেরামত-২৪ টি
- পানির গুণগত মান নিশ্চিতকরণ – ৪০০০ টি
- ক্লিনিক মেরামত- ৬০ টি